কেউ বলে বাড়ি ‘ঈ’ -কার হবে কেউ বলে ‘ই’ -কার হবে

বাদল বসু বংলা প্রকাশনা জগতে এক অবিস্মরণীয় নাম। বিচিত্র জীবন, বিচিত্র তাঁর অভিজ্ঞতা, দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন আনন্দ পাবলিশার্স -এর সঙ্গে। এই সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয় তাঁর বর্তমান বিধাননগরের বাসভবনে ১-.৮.২০১২ তারিখে, সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন প্রসূন ভৌমিক

আপনি বিরল প্রকাশকদের একজন, আমরা জানি একসময় আপনি সাইকেল চালিয়ে গৌরাঙ্গ প্রেসে যেতেন। জীবনযুদ্ধের কথা, মুদ্রণশিল্পের নানা পর্যায় ও বিবর্তন, বইয়ের বিবর্তন নিয়ে কিছু বলুন...

বাদল বসু আমার কাকার একটা প্রেসের সঙ্গে চেনা ছিল, সেখানে ঢুকে গেছিলাম। মেশিন-টেশিন মুছতাম। কাজ না থাকলে হ্যান্ড কম্পোজ, লাইনো মেশিন কাজ দেখতাম, হাইনোতে টেকনিকাল কিছু জিনিস শিখলাম। তারপর চিন্তামণি দাস লেনের গৌরাঙ্গ প্রেসে গেলাম। লেখকদের কাছে প্রুফ নিয়ে-নিয়ে আসার জন্য একটা সাইকেল দিল। সাইকেল করে যাতায়াত করতাম, বছর দুই-তিন পরে সাইকেলটা চুরি হয়ে যায় আনন্দবাজার থেকে। ব্যাহ তখন ওই টুলে বসিয়ে দিল, আর কাজ নেই তো, তা বসে বসেই দেখতাম লেটার প্রেসে কী করে ছাপার কাজটা হত। তারপর আস্তে আস্তে শিখতে লাগলাম কাগজের কী সাইজ হয়। তা শিখে প্রয়োগ করার তো আমার কোনো জায়গা নেই। আমি শুধু দেখছি কী করে কী হয়। তারপর এই করতে করতে এখানেও লেবার ট্রাবল হল, তা আনন্দ পাবলিশার্সের অফিসটা ওখানেই ছিল একতলায়। তারপর ১৯৭০ -এ শিফ্‌ট হল, ফণিবাবু এখান ছিলেন, ওখানে গিয়ে আমি নানারকম এক্সপেরিমেন্ট করতে শুরু করি। কাগজ ভাঁজ করে করে কতরকম সাইজের বই হতে পারে ইত্যাদি। দেখবে যে আনন্দ পাবলিশার্সের বইয়ের সাইজ অনেক, আসলে রিভোলিউশন হয়েছে ১৯৮০-র শেষদিক থেকে। এই যে বিপ্লব। এখন ডিটিপি এল, পিটিএস থেকে কাজের খরচ কমে গেল। পিটিএস খুব কস্টলি ছিল। কোয়ালিটি ডিপেণ্ড করে কস্ট-এর উপর সবসময়ই। আসলে প্রতিদিন পালটাচ্ছে, প্রিন্টিং কোথায় যে চলে গেছে, চার বছর অন্তর প্রিন্টিং নিয়ে জার্মানিতে ফেয়ার হয়। তবে ওদের ওখানে সবই একটা স্ট্যান্ডার্ড -এর কবলে চলে যায়। আর আমাদের এখানে কত হ্যাঙ্গুয়েজ। ধরো বাংলায় প্রথমেই যেটা দেখতে হবে সেটা যুক্তাক্ষর। এইসব ব্যাপারের জন্য এখানে এগোতে পারছে না। দেখো স্পেল চেকারটাই নেই। কারণ আমাদের এখানে স্ট্যান্ডার্ড কোনো বানান নেই। ১৯৯৬-এ কলকাতা ইউনিভার্সিটি একটা বানানবিধি ঠিক করেছিল। এখানে কেউ বলে বাড়ি ‘ঈ’ -কার হবে কেউ বলে ‘ই’ -কার হবে, হাজারটা হ্যাপা, প্রতিটি ডিকশনারিতে আলাদা আলাদা বানান। সাহিত্য সংসদ করেছে কী— ওদের নিজের যে ডিকশনারি আছে তার উপর বেশ করে একটা স্পেল চেকার করেছে। কিন্তু নীরেন চক্রবর্তী আবার সেই ডিকশনারি সব বানান মানেন না। তিনি লিখে ফেললেন বাংলা কী লিখবেন, কেন লিখলেন বলে একটা বই। খুব মুশকিল, ধরো ‘চীনা’ বানান ‘ঈ’ লিখতাম এখন ‘ই’ -কার।

আপনার জানিটা, পাশাপাশি মুদ্রণপ্রযুক্তির জার্নি, প্রুফ দেখা, এগুলোকে কীভাবে দেখেন?

বাদল বসু লেখক ধরো একটা ম্যানুস্ক্রিপ্ট দিল। প্রথম কাজ হচ্ছে পড়া, পড়ে লেখককে জানাতে হবে এটা ছাপা হবে কি না। নেক্সট পার্ট এডিটিং। এ নিয়ে বাংলা লেখকদের প্রবল আপত্তি আছে। বরুণ সেনগুপ্ত বই লিখলেন পলিস্টিক্সের উপর। ইংরেজিতে অনুবাদ হবে। তা এডিটর বললেন ম্যানুস্ক্রিপ্টের প্রথম যে চ্যাপ্টারটা সেটা লাস্টে যাবে। লেখক হাঁইহাঁই করে উঠল। কনটেন্ট নিয়ে অবশ্য বক্তব্য ছিল না। বরুণবাবু বললেন যা আছে ছেপে দিন।

ইংরেজি ভাষায় এটা হয়।

বাদল বসু ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে এডিটর একটা খুব ইমপরট্যান্ট ব্যাপার। সে তোমার কনটেন্ট বদলে দেবে না। লেখাটা এককথায় অনেক স্মার্ট করে দেবে। আর বানান ভুল, সালের ভুল (ফ্যাকচুয়েল এরর) ঠিক করবে। তারপর ছাপাখানায় যায়। তারপর প্রুফ রিডার। সেখানেও বানানে প্যারিটি নেই। সমস্যা অনেক।
ছাপার পদ্ধতি যাই হোক, সমস্যাগুলো তো আছে, এখন প্রিন্টিং পদ্ধতি অনেক সহজ হয়ে গেছে। কম্পিউটার আছে। কারেকশন করা ইজি।

লেখকের সঙ্গে সমস্যা হয়?

বাদল বসু সমস্যা হয়। তবে যতদিন আমি অন্তত ছিলাম বলেছি—আপনি লেখক, লেখা আপনার কাজ। মার্কেটিং, প্রচ্ছদ করার কাজ আমাদের। তাতে লেখকরা চটেছেন। বলেছেন— চাকররা সব প্রতিষ্ঠান চালায়।

এডিটরের চোখ এড়িয়ে যদি কোনো ভুল থেকে যায় সেটা সামলান কী করে?

বাদল বসু দেখ, এডিটর তো বিশ্বের সবকিছু জানবে না। কোনো লেখক লিখতে লিখতে কেউ সত্যজিৎ রায়ের একটা প্যারাগ্রাফ ঢুকিয়ে ফেলল। তাতে কপিরাইট ভায়োলেশনের মামলা হতেই পারে। সেক্ষেত্রে কিছু করার নেই। পাবলিশারদের এসব ফেস করতে হয় নিত্যদিন। সত্যজিৎ রায়-এর চিঠি ছেপে দিয়েছিল বুদ্ধদেব গুহ। এসব

সৃষ্টিসন্ধান

চলতেই থাকে।

একই ম্যানুস্ক্রিপ্ট দু-জায়গায় দিয়ে দিয়েছে। হয়, সব অদ্ভুত অদ্ভুত হয়।

কপিরাইট নিয়ে অনেক গল্প। সুকুমার রায়-এর কপিরাইট যখন উঠল আমরাও ছাপছি, শুনলাম সাহিত্য সংসদও ছাপছে। তা ওরা খুব ভদ্রলোক। আমরা ছাপছি শুনে সব ফেলে দিল, কাজ এভাবে করাটা হেল্‌দি কম্পিটিশন নয়।

তা শরৎচন্দ্রের কপিরাইট নিয়ে তিন বছরের যে ডিল আমরা করেছিলাম সেটা তো একটা ঘটনা

রিডারশিপ বেছে নেওয়া, কী করে বোঝেন?

বাদল বসু মেলাগুলোতে বোঝা যায়। বিয়ের যোগান বলে বই করেছি। প্রবাসীদের টার্গেট করে করেছিলাম। কথা বলে বোঝা যায় এগুলো। বিষয়বৈচিত্র্যটা চিনতে হয়

কবিতার বই বিষয়ে যদি কিছু বলেন।

বাদল বসু কবিতার বই নিয়ে একটা মহাভারত লেখা যায়। এটাই প্রেস্টিজের ব্যাপার। ব্যবসায়িক সাফল্যটা বড়ো কথা নয়।

বাইন্ডিং নিয়ে বলুন কিছু কথা

বাদল বসু প্রচ্ছদ ও বাইন্ডিং ডি. কে.-এর আমল থেকে অনেক বদলে গেল। অনেক ভালো বই।

প্রথম ফোল্ডিং মেশিন এল। ম্যানুয়ালি যদিও হয় এখনো। হয়তো পুঁজির জন্য করতে পারছে না। কিন্তু সব ধরনের মেশিন তো আছে। ইনভেস্টমেন্ট দরকার। দিল্লিতে যাও, সব মেশিন চলে এসেছে। এখানে উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাব আছে, কস্ট কমে যেত। তবে বোর্ড বাঁধাই মেশিনটা কস্টলি।

সৃষ্টিসন্ধান